সমকাল

তারিখ 10 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

ঢাবিতে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক হবে স্কাউটিং

—— নুরুল ইসলাম নাহিদ

■ সমকাল প্রতিবেদক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং বাধ্যতামূলক করা হবে। এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হলেও সরকার এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে। স্কাউটিংয়ের কর্মক্রম, সুযোগ ও নির্দেশনা কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সার্বিক গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে পারবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের সুবর্ণজয়ন্তীর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৪

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

তিনি এ কথা বলেন। গতকাল শুক্রবার ঢাবি টিএসসি মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আধুনিক উন্নত বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলতে সরকার কাজ করছে। এ জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত পরিপূর্ণ মানুষ গড়ে তোলাই লক্ষ্য।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ধর্মের নামে একটি গোষ্ঠী অধর্মের চর্চা করছে। এদের জঙ্গিবাদী তৎপরতা থেকে শিক্ষার্থীদের দূরে রাখতে স্কাউট আন্দোলনের সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি-বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক আবুল কালাম আজাদ বলেন, একজন স্কাউটকে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছতে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের চিন্তাভাবনা ও আদর্শ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে তার লিখিত বইগুলোর কথা উল্লেখ করেন তিনি।

ঢাবি রোভার স্কাউটসের সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোজাম্মেল হক খান, ঢাবি রোভার স্কাউটসের উপদেষ্টা অধ্যাপক রনজুল হক ও অধ্যাপক কে এম মহসিন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান স্কাউট লিডার অধ্যাপক ড. এ কিউ এম মাহবুব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান। সঞ্চালনা করেন মাহমুদুর রহমান। দিনব্যাপী আয়োজনের শুরুতেই রোভার স্কাউট গ্রুপের প্রাক্তন ও বর্তমান রোভারদের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর টিএসসিতে শিক্ষামন্ত্রী পতাকা উত্তোলন ও বেলুন ওড়ানোর মাধ্যমে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে স্কাউটিংয়ে অবদানের জন্য প্রাক্তন ও বর্তমান রোভারদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। মধ্যাহ্ন বিরতির পর শুরু হয় স্মৃতিচারণ, আড্ডা ও খেলাধুলা পর্ব। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজের মধ্য দিয়ে সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

১৯৬৬ সালের ১ ডিসেম্বর দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ। সুবর্ণজয়ন্তীতে সাবেক ও বর্তমান মিলিয়ে ৪০০ রোভার অংশ নেন।